সোলেনতুনা

যে যায় মক্কা

কথায় বলে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের অবস্থা এমনই। এবং মজার ব্যাপার সর্বত্র সব দেশে...

লিখেছেন **আব্দুল মোমেন লস্কর**

গত ১৮ মার্চ তাং আমি আমার ফুফাত ভাইয়ের পাসপোর্টের দশ বছর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার কারণে দূতাবাসের কথামতো ১০০০ ক্রোনার ব্যাংকে জমা দিয়ে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১০০০ ক্রোনার জমা দেবার জন্য ৫০ ক্রোনার ব্যাংকের ফি পূর্বে দূতাবাস নগদ জমা নিত। বর্তমানে ব্যাংকে জমা দেওয়ার পেছনে কারণ কি? সুইডিশ পাসপোর্ট আনতে গেলে পুলিশ স্টেশনে নগদ জমা নেয়) দূতাবাসে পুরাতন পাসপোর্টসহ গেলে দূতাবাস কর্মচারী দিদার সাহেব পাসপোর্টের ফরম এবং পুরাতন পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বলে আপনার নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট লাগবে। তখন আমি বলি, ওর অবিবাহিতের সার্টিফিকেট এবং নোটারি সার্টিফিকেট আছে। যা মেম্বার, চেয়ারম্যান এবং নোটারি পাবলিক দিয়ে শনাক্ত করা। উনি দেখে বললেন এগুলো চলবে না। আমি বললাম, পাসপোর্ট (পুরাতন) থাকা সত্ত্বেও কেন এগুলো লাগবে, উনি বললেন, নতুন আইন।

তখন আমি দিদার সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, কি ধরনের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট লাগবে? ওনি ব্যাখ্যা দিলেন প্রথম স্ট্যাম্পে অথবা সাদা কাগজে মেম্বার, চেয়ারম্যান, নোটারি পাবলিক তারপর পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে সিল-স্বাক্ষর দিয়ে এনে জমা দিলে নতুন পাসপোর্ট দেওয়া হবে। আমার ভাই ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। অনেক ঝামেলা এবং সময়ের ব্যাপার। বাসায় আসার পর দূতাবাসের সঙ্গে জড়িত এক কুলীন (প্রবাসীদের ভাষায় দূতাবাসের অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেয়ে থাকেন)-এর সঙ্গে রিং করে যোগাযোগ করলে কুলীন বললেন, হয়ে যাবে। তার কথামতো নুতনভাবে জমা দেবার জন্য চেষ্টা। কাজ কিছুই হলো না, কুলীন ব্যর্থ। এবার দ্বিতীয় কুলীন সন্ধান করে তার সঙ্গে কথা বলে সে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রিস সংকেত দেয় জমা দেবার জন্য। তার কথামতো এবার জমা দিয়ে পাসপোর্ট পাওয়া যায় দূতাবাসের কাউন্সিলর মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেবের সহযোগিতায়।

Stureu-92A.19268, solentna, Sweden

টোকিও

তানাবাতা

জাপানিরা খুব ব্যস্ত সময় কাটায়। কিন্তু তাদের সংস্কৃতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধ অটুট রাখার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়

মানব সভ্যতা যতই আধুনিকতার চরম শিখরে যাক না কেন তার সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস– এসবের বিলুপ্তি নেই। সভ্যতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলি আধুনিকতার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ করছে আজকের জাপান। বর্তমানে এখানকার জনজীবন খুবই ব্যস্ত এবং সবকিছুই সময়ের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই তারা তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলো ভক্তির সঙ্গে পালন করে থাকে। এই উৎসবগুলো জন হৃদয়ে জাগরণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই সচেতনতা অবলম্বন করে সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই জাপানের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করার ব্যবস্থা আছে। জাপানের ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো 'তানাবাতা' দিবস, যা প্রতিবছরই ৭ জুলাই পালন করা হয়। এই দিবসের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিধাতার কাছে জাপানবাসীর সারা বছরের মনের ইচ্ছা জ্ঞাপনের দিন।

এই দিবস উপলক্ষে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে অফিস চত্বর, রেলওয়ে স্টেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বাঁশ গাছকে রঙ-বেরঙের কাগজ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। তারপর ছাত্র-ছাত্রীরা, বয়স্করা এবং বিশ্বাসী কাগজে মনের ইচ্ছা লিখে বাঁশের পাতায় পাতায় ঝুলিয়ে দেয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কেউ হয়তো খেলোয়াড়, কেউ ডাক্তার, বিশেষ করে ছোট মেয়েরা অনেকেই ফ্লোরেন্স নাইটিংগ্যালের মতো সেবিকা হতে চায়, বয়স্করা তাদের ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে রোগমুক্তি কামনা করে। আবার এমনও দেখা গেছে, অনেকে লটারির নম্বর ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালক তার জনগণের সমৃদ্ধি চেয়ে কাগজ ঝুলিয়ে দেন। কথিত আছে, এই দিনটিতে হিকোবোশি ও ওতোহিমে নামক দুটি তারা জাপানের 'আমাগাওয়া' নামক নদীতে মিলিত হয়। এই দুইটি তারাকে জাপানিরা ভাগ্য দেবতা ও দেবী হিসেবে বিশ্বাস করে।

রা. নীলিমা
টোকিও, জাপান

তানাবাতা উৎসবের ফোয়ারা

উৎসবের আমেজে মেতেছে সবাই

সা । ই । তা । মা

এক টুকরো নির্দোষ স্বপ্ন

প্রিয় স্বদেশে ফিরে আসার স্বপ্ন দেখি কিন্তু ভয়ে কুঁকড়ে উঠি কখন লাশ হয়ে যাবো

নিঃসঙ্গ ও কর্মক্লান্ত প্রবাসের স্মৃতি খুব তাড়া করে। সুখ-স্মৃতি এবং দুঃখের স্মৃতি যেন যমজ বোন। মনের চৌকাঠে একটি এসে উপস্থিত হলে অপরটিও আলগোছে এসে পেছনে দাঁড়ায়। সেই স্মৃতির অদৃশ্য বাহনে চেপে অবচেতনভাবেই চলে যাই রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর সুনসান কবরস্থানে, যেখানে আমার স্বনামধন্য শিক্ষক পিতার মৃত শরীরটা কবরস্থ করলো আমাদের সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে। বড় ভাবির ক্যান্সার আক্রান্ত ক্ষয়ে যাওয়া শরীর এবং অকাল মৃত্যুর হিমশীতল পটভূমিকায় উপস্থিত হই। ডাগর চোখের মায়াবী চাহনিতে যে কুটিলতা দেখেছিলাম তা বিস্মৃত হতে পারি না এখনো। অজানাই রয়ে গেলো ভালোবাসার আবেশে মুঠো করা প্রিয়ার হাত সেদিন কেন শিথিল হয়ে যোজন দূরত্বে মিলিয়ে গিয়েছিল। বিপরীতে মনে পড়ে পরিবার ও স্বজনদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহমাখা বকুনির কথা। স্মৃতির মনিটরে খামোখাই ভেসে ওঠে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে জম্পেশ আড্ডার নাতিদীর্ঘ রঙিন চিত্র। কখন যে বর্ণময়, প্রাণোচ্ছল এবং কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র জীবনের মধ্যে ডুবে যাই বুঝতেই পারি না।

চোখ বুঝলে এখনো দেখতে পাই আমার অতি প্রিয় লাল রঙের bajaj SX আশুলিয়া অভিমুখে, পেছনে আমার কোমর জড়িয়ে ধরা সাত আসমানের পরী বসে। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস থেকে থেকে আমার ঘাড়ে চিমটি কাটছে। কিন্তু এসব কিছুকেই সময় ও জীবিকার প্রয়োজনে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে সুন্দর ও সচ্ছল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা করি। আজকের এই নিঃসঙ্গ ও কঠিন প্রবাস জীবন এরই ধারাবাহিকতা মাত্র। হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখি আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে একদিন প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে যাবো। সপরিবার আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের মিলনমেলায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করবো। স্বাধীনভাবে উপার্জন করে বুক উঁচিয়ে প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। কিন্তু সম্প্রতি দেশের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তাতে আমরা যারা প্রবাসী, আমাদের এই নির্দোষ ও নিরীহ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে হতাশা ও আশঙ্কার ধুলোবালি, কাদা ও পাথর এসে জমা হচ্ছে। আমরা এ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সেই স্বপ্নের গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবো কিনা এ নিয়ে সংশয় দিন দিন বেড়েই চলছে। এই পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী? দায়ী আমাদের দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত রাজনীতিবিদগণ, পুলিশ প্রশাসন এবং সর্বোপরি বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী। আমরা যারা বাংলাদেশী, কি স্বদেশে কি প্রবাসে, মাতৃভূমিতে স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবন যাপন করা আমাদের মৌলিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার। কিন্তু তথাকথিত এসব গডফাদার ও সন্ত্রাসীর কারণে আমাদের এই অধিকার অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে।

Linus Rozario, p.o. Box-170, Urawa Cho Post Office, Post Code 336-8692, Japan, E-mail: linus@aa.sky.tu-ka.ne.jp

রো । ম

রাজনীতিবিহীন একদিন

সর্বত্রই দলাদলি, আর রাজনীতি তার মধ্যেও একটি দিন রাজনীতিমুক্ত হলে ক্ষতি কি

পিকনিকে এসেছে বাংলাদেশীদের সাথে বিদেশীরাও

সভ্যতার প্রাচীন নগরী, ইটালির রাজধানী রোমের অভিজাত পল্লী Tuscolana জোনার প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে গত ১৪ জুলাই এক প্রীতি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। ইটালি প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি Tuscolana জোনায় বসবাসকারী, দলমত নির্বিশেষে শীর্ষ রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যক্তিবর্গসহ বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন। ইটালির বাংলাদেশী কমিউনিটিতে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল অবস্থা বিরাজ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ইটালি বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আশ্রাফুল আলম এবং আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবালসহ আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা Tuscolana জোনার অধিবাসী হিসাবে সপরিবারে এই বনভোজনে অংশগ্রহণ করায় Tuscolanaবাসী খুবই আনন্দিত এবং এই বনভোজনকে ঐতিহাসিক শান্তি ও সভ্যতার এক মাইল ফলক হিসেবে বর্ণনা করে। ১৪ জুলাই সকাল ৮.৩০ মিনিটে গ্রিন লাইন টুরিস্ট কোম্পানির সুপার লাক্সারি বাসযোগে রোমের Numidio Qadrato মেট্রো স্টেশন থেকে বাস Frosinone জাতীয় পার্কের উদ্দেশ্যে যখন রওনা হয় তখন আয়োজকদের পক্ষ হতে ইমদাদুল হক মৃধা লাউড স্পিকারে 'আজকের বনভোজন' রাজনীতি মুক্ত, নির্মল আনন্দ ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার দিন হিসেবে ঘোষণা দেন। বনভোজনে অংশগ্রহণকারী সবাই করতালির মাধ্যমে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

ইমদাদুল হক মৃধা
রোম, ইটালি

English Language Course

Graduates are invited to practise "Spoken & Written English". Four months course. 12 days a month. **One-to-One session.**

"Spoken Bengali Course" for foreigner is simultaneously conducted.

Course teacher : Zia # BA (Hons), MA (DU) # FTL (Brighton, UK)

Phone : 017-525645 (T&T) E-mail : ziah@agni.com

টো কি ও

তুহুঁ মম জীবন

'জন্মিলে মরিতে হইবে' এই বিশ্বাসটি থাকা ভালো। মৃত্যুভয় যেন কাউকে জরাগ্রস্ত করে না তোলে

ইতোমি সান– আমার কর্মক্ষেত্রের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মচারী। বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই। গত তেতাল্লিশ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। এ বয়সেও সুস্থ সবল। প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ইতোমি সান পর পর দু'বার ব্যক্তিগত কারণে ছুটিতে থাকায় অনুপস্থিত ছিলেন। এবার স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ধরা পড়লো মরণব্যাধি ক্যান্সার তার অন্ত্রে পাকা আসন গেঁথে নিয়েছে। ডাক্তার সময়সীমা বেঁধে দিলেন ছ'মাস। ইতোমি সান পরদিন থেকে নিয়মিত কাজে আসেন। সহকর্মীরা স্বাভাবিক। ইতোমি সানের চোখে মুখে মৃত্যুভয় না দেখে আমি বিস্মিত হই। তাকিয়ে থাকি, গায়ে পড়ে কথা বলি। কেমন আছেন প্রশ্ন করলে মৃদু হেসে বলেন। 'আমি তো এখন 'স্ক্রাপ'- ট্রাকে করে রিসাইকেলে নেবার অপেক্ষা।' উল্লেখ্য, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিখ্যাত একটি Metal Manufacturening Co. কাটা পড়া, বাদ পড়া অসংখ্য Sheet স্ক্রাপ হিসেবে ট্রাকে করে Re-cycle সেন্টারে চলে যায়। আরও তিনমাস তিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করলেন। এরপর তিনি বিদায় নিলেন। আনুষ্ঠানিক ফেয়ারওয়েল হলো। বিদায়ক্ষণে তিনি হাসিমুখে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন। আমার কাঁধে হাত ঝাঁকিয়ে বললেন Boys be Ambitious. এই প্রথম তিনি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেন। একমাস আগে তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে এলেন। স্বাস্থ্য কিছুটা ভগ্ন। নির্বিকার বললেন, 'কাল থেকে আমাকে Permanent হাসপাতালেই শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে হবে, তাই সবার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলাম।' হতদরিদ্র দেশের এক প্রবাসীর কান্না তাকে স্পর্শ করলো বোধ হয়, এগিয়ে এলেন এবার। ঘাড়ে হাত ছুঁয়ে বললেন, 'গাম বাত্তে কুদাসাই' (Take Care)। আজ কর্মক্ষেত্রেই তার মৃত্যুসংবাদ পেলাম।

কাজী ইনসানুল হক, টোকিও
E-mail : ahmahm@plum.plala.or.jp

অ ফে ন বা খ

নিকেতনের উৎসব

এ রকম প্রতিবছর একেক অঞ্চলের বাংলাদেশীরা একদিন মিলিত হয়ে উৎসবে মেতে উঠে

২৯ জুন ছিলো জার্মানের অফেনবাখ শহরের বাংলাদেশীদের ফেরাইন 'নিকেতনের' বিশেষ দিন। মার্চ মাসেই কমিটির সভায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ২৯ জুন হবে বাৎসরিক বনভোজনের দিন। উদ্যোক্তাদের অনেকেই শঙ্কিত ছিলেন বৃষ্টি-বাদল-মেঘে ঢাকা আবহাওয়া নিয়ে। বলা বাহুল্য, জার্মানে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র ও ইন্টারনেটে সপ্তাহখানেক আগেই আবহাওয়া সম্পর্কিত সংবাদ জানা যায়। আমরা জানতাম বৃষ্টি হবে, তবে নর্থে। দক্ষিণে মেঘলা আকাশ। তবু বলা তো যায় না, জার্মানে পুরুষদের মধ্যে বহুল প্রচলিত প্রবাদ নারী ও আবহাওয়াকে বিশ্বাস করতে নেই। সকাল, বিকাল, রাত ভিন্ন রূপ ও চরিত্র ধারণ করে। তবে ভাগ্য ভালো আমাদের এখানে সকালের দিকে ঠান্ডা বাতাস ছিলো, তবে দুপুরের দিকে তাপমাত্রা ছিলো ২৩/২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অনেকটা বাংলাদেশের শীতকাল। বনের ভেতর মনোরম পরিবেশে বিশাল আকৃতির পিকনিক স্পট। একদিকে খেলার মাঠ, মিনি গলফ, একদিকে টেবিল টেনিসের কোর্ট, ব্যাডমিন্টন, দোলনা, কত নাম না জানা খেলার স্থান ও সরঞ্জামে ভর্তি। আছে গ্রিল করার জন্য একাধিক চুলা, স্থায়ী বেঞ্চ, টেবিল, পানি, টয়লেটের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

দুপুরের দিকে নিকেতনের সদস্য/সদস্যাগণ গাড়ির বহর নিয়ে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ধীরে ধীরে সমাগম হতে থাকেন পিকনিক স্পটে। ২টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে পর্যায়ক্রমে। ছেলে-মেয়ে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের কলকাকলীতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বনভোজন প্রাঙ্গণ, দৌড়াদৌড়ি, হাসাহাসি, লুটোপুটি, ছোটাছুটি, চিল্লাচিল্লি এক অভূতপূর্ব হৈচৈ কান্ড যা শুধু উপভোগ করা যায় বর্ণনা করা যায় না।

এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, সবকিছুর আয়োজনে যদি একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে তবে সে চরিত্রে সফল রূপদান করেছেন নিকেতনের সাধারণ সম্পাদিকা অসম্ভব পরিশ্রমী আয়েশা নূরুদ্দিন। ধন্যবাদ নিকেতনের পরিচালনা কমিটি ও সব সদস্য-সদস্যাদের প্রতি আমাদের একটি আনন্দঘন দিন উপহার দেয়ার জন্য।

পারুলী
অফেনবাখ, জার্মানি

ফেরাইন নিকেতনের দিনে আনন্দে মেতেছে সবাই

নিউইয়র্ক

সাংবাদিকতায় এওয়ার্ড প্রদান

জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক সাংবাদিকতা এওয়ার্ড প্রদান করা হয়

নিউইয়র্ক প্রেসক্লাবের আয়োজনে গত ২৭ জুন ম্যানহাটানের সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট ৮১ স্ট্রিটে অবস্থিত দি আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক সাংবদিকতা অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের অভিষেক উপলক্ষে নৈশভোজ। নিউইয়র্ক প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট ক্যারল এ্যানি রিডেলের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নৈশভোজের চেয়ারম্যান জেফ. সিমনস এবং আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্যার জার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম সহসভাপতি স্টেফানিয়া ক্লিটন, দ্বিতীয় সহসভাপতি ল্যারি সিয়ারী, ট্রেজারার জেসিকা হ্যাম্পটন, ফ্রিল্যান্স সেক্রেটারি ফ্রান্সি গ্রেস, ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারি নিকি এনডো, পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট ফিলিপ ও ব্রায়ান নিউইয়র্ক প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি গ্যাব প্রেসম্যান প্রমুখ। স্পট নিউজ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ডব্লু এনবিসি'র ন্যান্সী হ্যান, ডেইলি দি নিউইয়র্ক টাইমস, বেস্ট কন্টিনিউইং নিউজ কভারেজ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ডেইলি নিউজ ডে, ডব্লু এনসি'র জে ডিডেপার ও মেলিসা রুশো, ফিচার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের জোসুয়া হ্যারিস প্রেগার, টাইম ম্যাগাজিনের জোহানা ম্যাকগিয়ারি, ডব্লুএনবিসি'র চাক স্কারবরো ও কিম কার্ডিনাল, বেস্ট ওয়েব ফিচার স্টোরি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবিসি নিউজ ডট কম, বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দি নিউইয়র্ক টাইমস-এর গ্রেচেন মর গেনসন, হার্ট অব নিউইয়র্ক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দি ডেইলি নিউজের ক্লেম রিচার্ডসন, আর্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দি ডেইলি নিউজের বিল গ্যালো, অ্যাটাক অন আমেরিকা স্পট নিউজ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ডব্লুএনবিসি প্রমুখ।

এওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জে ডিডেপার ও মেলিনা রুশো

হাকিফুল ইসলাম
নিউইয়র্ক

রিয়াদ

ভাগ্যের চাকা

বাংলার জমিন থেকে সৌদি আরবের দূরত্ব প্রায় ছয় হাজার মাইল। এই দূরত্বে এসে বাঙালিরা কেন অবস্থান করে। দিবালোকের মতো সত্য। দু'মুঠো অন্ন, বাবা, মা, সন্তান সন্ততির মুখে হাসি ফোটাবার আশা নিয়ে বাংলার সোনার ছেলেরা আপনজনদের ছেড়ে পরদেশের মাটিতে গোলামীর মালা গলায় পরে নিত্য কতর্ব্য পালন করে। সৌদি আরবে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবাসীদের ভেতর একটা ভুল ধারণা কাজ করে। মনে করে সৌদিতে গিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। এখানে কেউ আসে কোম্পানিতে, কেউ ফ্রি ভিসায়। এসব ভিসার উপকারিতা অপকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ও পত্র পত্রিকায় বার বার লেখা হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কেন বাস্তব কর্মের প্রশিক্ষণ না নিয়ে এক লাখ বা তারও অধিক টাকা খরচ করে চলে আসে মধ্যপ্রাচ্যে। এখানে এসে বুঝতে পারে কেন এসেছি। কেন কাজ শিখে আসিনি– এ ভাবে প্রলাপ বকতে থাকে। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হলো যারা প্রবাসে আসেননি বা আসার চিন্তা ভাবনা রয়েছে তাদের প্রতি। যত জনশক্তি রপ্তানি হয় বিদেশে আমাদের দেশের সরকারের ততই ফায়দা আর যত জনশক্তি মধ্যপ্রাচ্যে আমদানি হয় কম বেতনে ততই এ দেশীয় সরকারের ফায়দা। মাঝখানে কার ক্ষতি চিন্তা করুন। তাই যুব সমাজের কাছে অনুরোধ, যারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যাবার চিন্তা ভাবনা করছেন আপনারা হাতের কাজ শিখে আসবেন। নইলে হাজারো প্রবাসী ভাইদের মতো পস্তাতে হবে।

Md. Salah Uddin
SS4 Post Box-73008
Riyadh No-115381, K.S.A

বোলছানো

একটি অনন্য সাফল্য

ইটালির উত্তর প্রদেশ বোলছানোর বিশিষ্ট সমাজ সেবক সিরাজুল হকের একমাত্র কন্যা রুকসানা বেগম গত বছরের মতো এবারও বৃত্তি পেয়েছে। ২০০১/২০০২ সালের মেধা তালিকায় অনন্য সফলতার কারণে বোলছানো প্রভিন্স থেকে সে এই বৃত্তি লাভ করে। বৃত্তির আর্থিক মূল্যমান ২৫৮.২৩ ইউরো। ১৯৮৩ সালের ১২ নবেম্বর রুকসানা সিলেট জেলার কানাইঘাটে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালে সে ইমিগ্রান্ট ভিসায় ইটালি এসে বোলছানোর স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়। প্রভিন্সিয়াল বৃত্তির মতো এতো বড় সম্মান হাতের মুঠোয় পাবার পর রুকসানার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চাইলে সে বলে, 'সবাই তার কর্মের স্বীকৃতি চায়। আমি মানুষ, সুতরাং একই নিয়মের শিকার।'

মেধাবী ছাত্রী রুখসানা

Sk.Mohitur Rahman Bablu, Via
Molini-16, 39040 Termeno (Bz)Italy
Telefax. 0471-863024, Cell. 338-7971158